কে বলে? নেই আমি

মাহমুদা রুনু

ফাল্গুন আসে বর্ষের তাল গুনে
বালীয়ারী বেলায় বালিহাস
বলীহারী কলরবে ।
পলাশ-কৃষ্ণচুরায় বাধা দীঘি,
জ্বলে থাকা লাল-সাদা-নীল পদ্ম
রুপের লাবন্য প্রভায় অদৃশ্য ছবিয়াল ।
অতন্দ্র জেগে থাকে —
সবেতেই ভাষাযুদ্ধ গত সুজন ।
রজনী-নিশি-রাত্রি যে নামেই ডাকো
জোৎস্না-আধারী অমাবশ্যা-পূর্ণিমা
বহুরুপে অপরুপা ।
বর্ষার কদম-দোলনচাপা দোলনে
দারুন দম্ভে আসা যাওয়া
সেটে থাকা এ মাটির সোদাগন্ধে ।
কে বলে? নেই আমি ।

বারে বারে ফিরে আসা এই বাংলার নীড়ে এভাবেই —-।

নীঝুম দ্বীপের কেয়াবনে
সুখ-দুখ তানে বাসা বাধে,
অচীন পাখী রঙ্গিলা ঠোটে গায়
সবখানে, সবর্ত্র, সমগ্রতায় ।
সরলা জমির বিমলা হৃদয় ফুড়ে
সবুজ ভালবাসা লাল সুর্যের সাথে
তারে কয় প্রেম, অমিত তেজে জ্বলে থাকা ।
দ্যাখ মানুষ, কী ভীষন তেজ
সবটুকুতেই মায়ের পরান পাখী বোল
বুকের গভীরে গভীর ক্ষত ।
মাগো ডালের বড়ি শুকোলে আমি আসবো ।
দক্ষিন ভিটের আমের পাকা সুবাস পেলে আমি আসবো ।
পৌষে ভাপা পিঠের ধোয়া এলে আমি আসবো ।
উঠোনে মাদুর পেতে রেখো -
আর তাকে বোলো করাইশুটি দিয়ে মুড়ি মেখে রাখতে ।
সবার অলক্ষে শুধু তুমি জানো
আমি আছি এই বাংলায় তোমার পরশের সীমানায় ।

প্রকান্ড জলতরঙ্গের সমর্পন
বালীয়ারীতে - কুল মিলেছে রবে ।
তটজুরে প্রতিটি বালুকনা ছুয়ে দ্যাখো

জন্মদাত্রির নাড়ি ছেড়া সেই সাহসী তরুন ।
কখনও মাটি, কখনও জল, কখনও পাখী, কখনও ফুল ।
টন টন রক্ত, টান টান জীবন
রক্তনদীর স্রোতে ভাসে –
ভেসে ভেসে হোয়ে যায় মহাপ্লাবন ।
আবার অভ্রভেদী অঝোর বৃষ্টি,
জলতরঙ্গে বিহংগের বেহাগ ।
মাগো ওদের জানিয়ে দাও
আমরা অতন্দ্র প্রহরী তোমার । বলো সদর্পে বলো ––
তোমার হৃদয় ছিড়েছে বলে
বাধা হোয়েছে ত্রিভুজ ভুখন্ড, স্বভুমি ।
এওকি হোতে পারে সেইখানে আমি নেই ?

অনাদীকাল হোতে অনন্তলোকে,
সৃষ্টির অমোঘ বিস্ময়ে,
মুহুর্মুহু বিবর্তনের ধারাবাহিক বিস্ময়ে ।
কে বলে ? নেই আমি ।

আবার গাথো মা তোমার নাড়িছেড়া তন্ত্রি
তোমার বুকের মধ্যিখানে ।
তুমি ছাড়া কে বাধবে বলো ?
সহস্র শহীদ মিনারের গাথুনি ?

রয়েছি এখানে, সবখানে
এমাটির রন্ধ্র রন্ধ্রে ।
কে বলে? নেই আমি।
বারে বারে ফিরে আসা এই বাংলার নীড়ে এভাবেই ––।

২২ জানুয়ারী ২০০৯